যুগান্তর
তারিখ ৩০ মে 2005
পৃষ্ঠা - ২ কলাম ৭

মতিঝিল মডেলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রকে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ

অভিভাবকদের বিক্ষোভ : তদন্ত কমিটি গঠিত

যুগান্তর রিপোর্ট

নির্মম, অমানবিক ও মধ্যযুগীয় কায়দায় মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছেন এক শিক্ষক। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় ওই শিক্ষক ও তার সহযোগীরা ছাত্রের মা ও অভিভাবকদের স্কুল ক্যাম্পাসে এক ঘণ্টা আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। এটা জানাজানি হলে স্কুলের অন্য অভিভাবকরা স্কুলের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকলে স্কুলের গভর্নিং বডির এক সদস্য এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পুরো বিষয়টি তদন্ত করার জন্য গঠন করা হয়েছে একটি কমিটি। আগামী শুক্রবার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য ও স্থানীয় কমিশনার মির্জা খোকন বলেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে এই শিক্ষককে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হবে। অভিযোগমতে, গত ২৫ মে নবম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র এসএম আসিফ ইকবালকে বিনা অপরাধে বেদম প্রহার করেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম। স্কুলের ক্লাস চলাকালীন শ্রেণী শিক্ষকের সামনে সহকারী প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম হঠাৎ ক্লাসে ঢুকে আসিফকে বেদম মারধর করেন। এ সময় আসিফের মা মনোয়ারা বেগমও সেখানে ছিলেন। সেদিন বেতন দেয়ার তারিখ থাকায় তিনি বেতন দিতে গেলে সহকারী প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম সেখানে যান। মনোয়ারা বেগম বলেন, শিক্ষক আবুল কাসেম ক্লাসে ঢুকেই আমার ওপর রেগে যান। আমাকে ধমকের স্বরে বলেন, আপনার ছেলে ঠিকমতো পড়ালেখা করছে না। ঠিকমতো স্কুলে আসে না। এভাবে চলতে থাকলে আমি ওকে স্কুল থেকে বের করে দেব। এরপরই তিনি আসিফকে ডেকে এনে লাল টেপে মোড়ানো দুটি বেত দিয়ে পেটাতে শুরু করেন। এ অবস্থায় হতভম্ব হয়ে পড়েন উপস্থিত সবাই। বক্তব্য অনুযায়ী বেত্রাঘাতে আসিফ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ছেলের জ্ঞান ফিরে আসার পর মনোয়ারা বেগম এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানার কাছে অভিযোগ করতে গেলে আবুল কাসেম তাকে রুম থেকে বের করে দেন। বাধ্য হয়ে মনোয়ারা বেগম বিষয়টি স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য ও স্থানীয় কমিশনার মির্জা খোকনকে জানান। তিনি পুরো বিষয়টি শুনে মনোয়ারা বেগমকে ২৮ মে সকালে স্কুলে আসতে বলেন এবং আসিফকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেন। এদিকে আসিফকে বেদম মারধরের ঘটনাটি জানাজানি হলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হন। ২৮ মে সকালে আসিফের মা ও আত্মীয়স্বজনরা স্কুলে এলে শিক্ষক আবুল কাসেম তাদের শিক্ষক রুমে আটকে রেখে মতিঝিল থানায় ফোন করেন। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে বাইরে অপেক্ষমাণ অভিভাবকরা বিক্ষোভ করে শিক্ষক আবুল কাসেমের পদত্যাগ দাবি করেন। এরপর স্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য মির্জা খোকন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তার অনুরোধে থানা পুলিশ ক্যাম্পাস থেকে চলে যায়। গতকাল আসিফ ও তার মা মনোয়ারা বেগম যুগান্তর কার্যালয়ে এসে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। মনোয়ারা বেগম তার ছেলের ওপর নির্যাতনের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বিচারের দাবি করেন। তিনি বলেন, 'আমার ছেলের বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষের আজ পর্যন্ত কোন লিখিত কিংবা মৌখিক অভিযোগ নেই। আসিফ কখনও স্কুলে অনুপস্থিত থাকে না।' খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম ছাত্রদের প্রায়ই এভাবে মারধর করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক অভিভাবক বলেন, কোন ছাত্র যদি তার কাছে কোচিং না করে তবে কারণে-অকারণে তিনি ওই ছাত্রকে মারধর করেন। পরীক্ষায় নম্বর কম দেন। তিনি বাসায় ও বাসার পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ ছাত্রছাত্রীকে প্রাইভেট পড়ান। স্থানীয় সূত্র জানায়, আসিফকেও একাধিকবার তার কাছে কোচিং করার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে মনোয়ারা বেগম রাজি না হওয়ায় তিনি তার ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন।

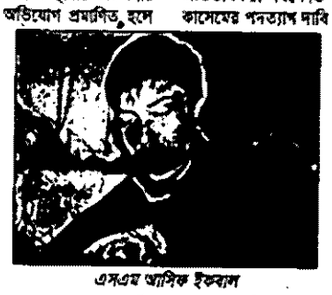

এসএম আসিফ ইকবাল